১৫০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2.0 FEB 1997... ..
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫......

উন্মুক্ত ভার্সিটি ঃ দিগন্তব্যাপী শিক্ষা

বদরুল হায়দার চৌধুরী

যশোরের মেয়ে সেলিনা বেগমের স্বপ্ন ছিল এম,এ পাস করে কলে–জের অধ্যাপিকা হবার। কিন্তু তার এ স্বপ্ন বেশিদূর এগুতে পারেনি। নবম শ্রেণীর ছাত্রী থাকা অবস্থায়ই সেলিনাকে বিয়ে দিয়ে দেন তার বাবা–মা। ফলে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সেলিনা এখন গ্রামীণ গৃহবধূ। শ্বশুরবাড়ির নিস্তরঙ্গ জীবনে তার স্বপ্ন নির্বাপিত না হয়ে গেলেও হয়ে যায় নিষ্প্রাণ। তারপরও অলস অবসরে সেলিনার হৃদয়ে উপ্ত অতৃপ্ত স্বপ্নটা যেন বার বার উঁকি দিয়ে যায়। নিরুপায় জেনেও নিজের স্বপ্নের অপমৃত্যু মেনে নিতে পারেন না সেলিনা। এরই মধ্যে একদিন রেডিওতে শোনা একটি খবর তার স্বপ্নের দরজায় ফের নাড়া দিয়ে যায়। যশোরের বাঘারপাড়ার ৩৯ বছর বয়সী সেলিনা বেগম জানতে পারেন বাংলাদেশে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা নতুন করে সহজ পদ্ধতিতে লেখাপড়া শুরু করতে পারবেন। সাংসারিক কাজের ন্যূনতম ব্যাঘাত না ঘটিয়েও যেখানে এসএসসি থেকে এমএ পর্যন্ত ডিগ্রি নেয়া যায়। ৪ সন্তানের জননী সেলিনা আরো জেনেছেন, এখানে পড়ার জন্যে নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে যেতে হয় না, পড়া নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্তও থাকতে হয় না। এরকম জ্ঞানপিপাসু আরেকজন হচ্ছেন বরিশালের আবদুল্লা ফরিদী। সাবেক ডিপিআই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে চাকরি করেছেন তিনি। তার বয়স যখন ৯২ বছর তখন তিনি ভর্তি হতে চাইলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার এপ্লিকেশন প্রোগ্রামে।

অভিনব ও ব্যতিক্রমী এ বিদ্যাপীঠটির নাম বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। একে কেন্দ্র করেই পল্লীবধূ সেলিনার মত গ্রামগঞ্জের বহু সেলিনা, বহু ফরিদী এখন আবার লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখতে এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছেন।

শিক্ষাকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে এক আইনবলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। সংক্ষেপে একে বাউবি বলা হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৃহত্তম নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাস রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে গাজীপুরে অবস্থিত। এদেশে এটাই একমাত্র প্রকল্প, যা কোনরকম উপরিকাঠামো সুবিধা বা Superstructure facilities ছাড়াই একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছে। এর রয়েছে বেশকিছু কেন্দ্রীয় সুবিধাধি, যেমন প্রশাসনিক ভবন, অনুষদ ভবন, পাঠাগার, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ ভবন এবং একটি নির্মাণাধীন মিডিয়া সেন্টার, যার নির্মাণকাজ ১৯৯৮ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

একটি দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাউবি বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। বেশকিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাউবি যাত্রা শুরু করেছে। যেমন—

❑ সমাজের সকল পর্যায় ও খাতে শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেয়া।

❑ গৃহকর্মে নিয়োজিতা গৃহবধূ, গ্রামীণ যুবক এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন গোষ্ঠীসহ সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে শিক্ষার সমান সুযোগ পৌঁছানো।

❑ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার সুযোগ দান।

❑ গ্রাম উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মী, কৃষক, নার্স ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটানো।

❑ সামাজিক প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করা।

❑ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার।

দূরশিক্ষণ ধারণার ওপর ভিত্তি করে বাউবি ব্যাপকভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম তৈরি করেছে। ৬টি একাডেমিক স্কুল বা ফ্যাকাল্টি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

❑ স্কুল অব এডুকেশন (এসই)

❑ স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ (এস,এস,এইচ,এল)

❑ ওপেন স্কুল (ওএস)

❑ স্কুল অব বিজনেস (এস ও বি)

❑ স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এস এসটি)

❑ স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

বাউবি'র প্রোগ্রামগুলো বিভিন্নভাবে যেমন মুদ্রিত সামগ্রী সরবরাহ করে রেডিও, টিভি, অডিও–ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে এবং একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করে বাস্তবায়ন করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় যদিও সব বয়সের মানুষের জন্যেই তবুও এর সকল প্রোগ্রামের একটি নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ রয়েছে। এ গ্রুপটি হচ্ছে সেসব লোকই যারা প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগসুবিধা পায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের বিরাট অংশই দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ১০টি আঞ্চলিক এবং ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাউবি'র আঞ্চলিক ও স্থানীয় কেন্দ্রগুলোই শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার্থীরা এখানে নিজেদের নাম নিবন্ধন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিভিন্ন মুদ্রিত সামগ্রী ও অডিও ক্যাসেট দেয়া হয়, যাতে তারা তাদের পছন্দসই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের জন্যে আঞ্চলিক ও স্থানীয় কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত অডিও–ভিডিও ক্যাসেট রাখা হয়েছে। তাছাড়া নিজেদের শিক্ষার দায়িত্ব যদিও শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই তা সত্ত্বেও স্থানীয় কেন্দ্রগুলো টিউটোরিয়াল সার্ভিস মনিটর করা, বিভিন্ন পরীক্ষার সমন্বয় সাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নেটওয়ার্কে কোর্সের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

স্কুল অব এডুকেশন হচ্ছে বাউবি'র সবচেয়ে পুরনো অনুষদ। বর্তমানে এ অনুষদ ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের বিপুল সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুলশিক্ষক এখনো প্রশিক্ষণবিহীন। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বহু শিক্ষক উন্নত পাঠদানশৈলীর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পারছেন। এ অনুষদের পরবর্তী প্রোগ্রাম এম এড (মাস্টার ইন এডুকেশন) ওসিএড (সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন) শিগ্‌গিরই চালু হবে।

স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ হচ্ছে বাউবি'র আরেকটি কর্মচঞ্চল অনুষদ।

সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স (সংক্ষেপে 'সেলফ') এখন দেশের শহর–গ্রাম সবখানেই জনপ্রিয় একটি প্রোগ্রাম। ইংরেজিতে যোগাযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রোগ্রামকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ছাত্ররা ভাষার ৪টি মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এগুলো হচ্ছে বুঝতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা। এই অনুষদ আরবির ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি প্রোগ্রাম 'কালপ' (সার্টিফিকেট ইন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি) চালিয়ে যাচ্ছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী জনশক্তি। এ অনুষদ শিগ্‌গিরই ব্যাচেলর ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং (বেলট) এবং বিএ (ব্যাচেলর অব আর্টস) প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে।

দেশে এখন অসংখ্য ছেলেমেয়ে আছে, যারা স্কুলের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত গিয়ে বিভিন্ন কারণে আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেনি। বাউবি'র ওপেন স্কুল প্রোগ্রাম এখন তাদের এসএসসি পরীক্ষা পাসের সুযোগ দিচ্ছে।

স্কুল অব বিজনেস দু'টি প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। ১. সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট, ২. ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট। এসব প্রোগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত জুনিয়র এক্সিকিউটিভদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে প্রশিক্ষিত জনশক্তির সংখ্যা বাড়ে। বাউবি'র স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি সমসাময়িক প্রযুক্তিগত সার্ভিসের ওপর প্রোগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছে। যেমন ডিপ্লোমা–ইন–কম্পিউটার এপ্লিকেশন, বিএসসি ইন নার্সিং ইত্যাদি। এছাড়া বাউবি স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র অধীনে আরো দু'টি প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে। এর একটি হল নার্সিং। দেশের শিক্ষাবঞ্চিত ৭০ শতাংশ লোকের মাঝে গণসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাউবি রেডিও–টেলিভিশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম চালু রেখেছে। কৃষি, হাঁসমুরগি, গবাদিপশু পালন, স্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, শিশু পরিচর্যা, সেচ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, বনায়ন, খাদ্য তৈরি ইত্যাদি কর্মভিত্তিক বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম চালু করে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করেছে। মাইক্রো–ইলেকট্রনিক্স বিপ্লবের অন্যতম ফসল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আশা করি অন্ধকারে আলো জাগানিয়া শপথ নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।